দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 25 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৪ ...

তারুণ্যের সমকালীন চিন্তা

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা নয়, উৎসব হোক

রাসেল আহমেদ

দেশব্যাপী শুরু হয়েছে প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা, যা সংক্ষেপে 'পিএসসি পরীক্ষা' নামে পরিচিত। এ বছর ৩২ লাখ ৫৪ হাজার ৫১৪ জন শিক্ষার্থী এ পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। এ সংখ্যা বিগত যে কোনো বছরের তুলনায় অনেক বেশি। এসব পরীক্ষার্থীর কারো বয়সই ১০/১১ বছরের বেশি নয়। তবে এ পরীক্ষা ইদানীংকালে একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে—যা এসব কোমলমতি শিশুর জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। প্রথমেই প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক। পৃথক ৬টা বিষয়ে ১০০ করে মোট ৬০০ নম্বরের এ পরীক্ষা ৬ দিনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি প্রশ্নপত্র হয় সৃজনশীল পদ্ধতিতে। যার মধ্যে প্রতি প্রশ্নপত্রেরই প্রায় অর্ধেক প্রশ্ন পাঠ্যবই বহির্ভূত হয়ে থাকে। প্রতিটি বিষয়ে পৃথকভাবে ৮০ নম্বরের ওপর পেলে এ প্লাস বা জিপিএ-৫ পেয়েছে বলে বিবেচিত হয়। যদি কোনো পরীক্ষার্থী কোনো একটি বিষয়ে ৮০-র নীচে পায় সে ক্ষেত্রে আর জিপিএ-৫ পাওয়ার সুযোগ নেই। জেএসসি, এসএসসি এমনকি এইচএসসি পরীক্ষায় যেখানে কয়েকটি বিষয়ে ৮০-র নীচে পেলেও জিপিএ-৫ পাওয়ার সুযোগ থাকে অতিরিক্ত বিষয়ের নম্বর যোগের মাধ্যমে, সেখানে এই কোমলমতি শিশুরা কী করল যে এদের প্রতি বিষয়ে ৮০ করে পেতেই হবে।

আমাদের দেশের মতো এমন অদ্ভুত পরীক্ষা শিশুদের জন্য পৃথিবীর কোথাও চালু নেই। মাত্র ১০/১১ বছরের একটা শিশুকে পরীক্ষা নামের যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়ে দেওয়া হয় প্রতি বিষয়ে ৮০ করে পাওয়ার জন্য। অভিভাবকরা প্রতিযোগিতায় নেমেছেন তাঁদের সন্তান যেন অবশ্যই জিপিএ-৫ পায়। যেন জিপিএ-৫ না পেলে মুখ দেখানোই দায় হয়ে পড়বে। তাই তাঁদের এ চাহিদা মেটাতে দেশে গজিয়ে উঠেছে হরেক নামের বাহারি স্লোগান নিয়ে অসংখ্য কোচিং সেন্টার। তথাকথিত এসব কোচিং সেন্টারের ব্যাপারে অভিভাবকদের আগ্রহের শেষ নেই। এদিকে নোট গাইড বিক্রি নিষিদ্ধ হলেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন। প্রায় প্রতিটা প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিই সমাপনী পরীক্ষাকে সামনে রেখে বিভিন্ন চটকদার কথা বলে নানা ধরনের বই বাজারে ছাড়ছে। এসব বইয়ের চাহিদা পরীক্ষার আগ মুহূর্তে তুঙ্গে উঠে যায়।

সবাই একটু ভেবে দেখবেন কি, এ অসুস্থ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আমরা আমাদের সন্তানদের শৈশবকে কোথায় নির্বাসনে পাঠাচ্ছি? যে শিশুর আজ বল নিয়ে বিকেলবেলা মাঠে থাকার কথা, সেই শিশু আজ বিকেলে বিজ্ঞান শিক্ষকের সঙ্গে বস্তুর বল আর ভর নিয়ে তিক্ত আলোচনায় বসেছে, যে এখন চুপটি করে খাটে বসে কার্টুন দেখবে, সেই কি না কার্টুনের মতো কখন থেকে টেবিলে বসে থেমে থেমে অংক করছে। যে শিশু ঘুড়ি ওড়াবে সে ঘুড়ির ইংরেজি শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা করতে ব্যস্ত, যে শিশু বন্ধুদের সঙ্গে মিশে খেলা করবে, সে কি না সমাজ বইয়ের পাতাতে বসে বসে নাকানিচুবানি খাচ্ছে। অতি বিনয়ের সঙ্গে বলি, বাচ্চাদের এই তোতাপাখি স্টাইলের শিক্ষাব্যবস্থাকে একটু ভিন্নভাবে ভাবুন। নতুবা জিপিএ-৫ হয়তো আপনার সন্তান পাবে; কিন্তু আপনার যে মেধাবী সন্তান হতে পারত বড় বিজ্ঞানী, পৃথিবী সেরা লেখক, দেশ সেরা শিল্পী বা বিখ্যাত ব্যবসায়ী সে হয়ে যাবে একটা কূপমণ্ডুক তোতাপাখি।

পরিশেষে, পিএসসি পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের কাছে একটা আর্জি রেখেই শেষ করব। পিএসসি পরীক্ষার নামে এ অসুস্থ প্রতিযোগিতা না করে এমন কোনো পদ্ধতি কি নেওয়া যেতে পারে— যেখানে কোমলমতি শিশুদের প্রাথমিক স্তরের লেখাপড়া শেষ হবে এক বর্ণিল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। যেখানে থাকবে না কোনো ৮০ বা জিপিএ-৫-এর টেনশন। সবাই পরীক্ষায় অংশ নেবে শুধুই উৎসবে অংশ নেওয়ার মতো করে। তারা নতুন দিনে নতুন ক্লাসে ওঠার স্বপ্নে বিভোর থাকবে। কাউকে পাস /ফেল বা এ প্লাসের চিন্তা করতে হবে না। অভিভাবকরা কোনো কোচিং সেন্টার বা কোনো প্রতারকের দ্বারস্থ হবেন না পরীক্ষায় তাঁর সন্তানের বেশি নম্বরের আশায়। বরং তাঁরা কিছু বেলুন আর ছোট ছোট জরির প্যাকেট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন শিশুদের বরণ করে নিতে। কোমলমতি মুখগুলো এ উৎসবের দিনে আরো উজ্জ্বল দেখাবে। সেই উজ্জ্বলতায় আমরা দেখব ভবিষ্যতের এক ঝাঁক ঝিকিমিকি স্বপ্ন। সবাই একসঙ্গে ভাবতে পারবে—'আমরা সবাই রাজা'।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া